সংবাদ

24 MAY 2017

চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ

দুর্ভোগে রোগীরা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

গত ১৮ মে রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ঢাকা সেন্ট্রাল হাসপাতালে ভাঙচুর, কর্তব্যরত সিনিয়র চিকিৎসকদের মারধর এবং গ্রেফতারের প্রতিবাদে কর্মসূচি পালন অব্যাহত রয়েছে চিকিৎসকদের। এতে প্রাইভেট হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোতে রোগীদের জরুরি অপারেশনসহ সব ধরনের চিকিৎসা সেবা বন্ধ হয়ে গেছে। এতে রোগীরা চরম দুর্ভোগে পড়েছে।

প্রতিবাদ কর্মসূচির অংশ হিসেবে গতকাল সারাদেশে দিনব্যাপী চিকিৎসকরা প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ রাখে। এছাড়া দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন চিকিৎসকরা। শনিবার বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) এই কর্মসূচি ঘোষণা করে।

রোববার থেকে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেয় বিএমএ। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে, সকাল ৮টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত সরকারি বেসরকারি সব হাসপাতালের চিকিৎসকরা কালোব্যাজ ধারণ করেন। ২৫ মে পর্যন্ত প্রতিদিনই কালোব্যাজ ধারণ করে চিকিৎসা সেবা দেবেন চিকিৎসকরা। এছাড়া রয়েছে মানববন্ধন কর্মসূচি। আগামী ২৮ মে রোববার বিএমএ কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সভা করে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবে।

১৮ মে'র ওই ঘটনা এবং অধ্যাপক ডা. এবিএম আবদুল্লাহর নামে মিথ্যা মামলায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বিএমএ, বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন (বিপিএ) ও শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ শিক্ষক সমিতি।

আলাদা বিবৃতিতে এই তিনটি সংগঠন ঢাকা সেন্ট্রাল হাসপাতালে ঘটে যাওয়া হামলা, মামলা ও হাসপাতাল ভাঙচুরের ঘটনায় এবং একুশে পদকপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিথযশা অধ্যাপক ডা. এবিএম আবদুল্লাহসহ অন্যান্য খ্যাতিমান চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে মামলা ও গ্রেফতার করায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে। এবং বিএমএ ঘোষিত কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে সকল চিকিৎসকদের এ কর্মসূচি পালনের আহ্বান জানায়।

বিএমএ'র নেতারা বিবৃতিতে, দোষী ব্যক্তিদের আগামী সাত দিনের মধ্যে গ্রেফতার করে দ্রুত বিচারের আওতায় আনার জোর দাবি জানায়। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ শিক্ষক সমিতির এক জরুরি সাধারণ সভায় বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- যথাযথ তদন্ত ব্যতিরেকে চিকিৎসকের সিদ্ধান্তকে ভুল বলার বিষয়ে প্রেস কাউন্সিল ও সিনিয়র সাংবাদিক নেতাদের সহযোগিতা নেয়া, বিএমএকর্তৃক লিগ্যাল উইং খোলা এবং সেন্ট্রাল হাসপাতালের ঘটনার পেছনে ইন্ধনদাতাদের খুঁজে বের করে প্রকাশ্যে তাদের ক্ষমা চাওয়ার জোর দাবি জানানো হয়।